



যে সাক্ষাৎ কখনো প্রত্যাশিত নয়

FERDINANDO FREGA · GILLETTENARRATIVE · GILLETTEVATICANO · 12/17

সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে আমি কখনো বিশেষ উৎসাহী ছিলাম না।

একষট্টি বছর বয়সে আমি বরাবর ভেবে এসেছি ওটি তরুণদের অনুশীলনের মাঠ। অন্তত এটিই ছিল আমার ধারণা।

কিন্তু আমার স্ত্রী আমাকে নিবন্ধন করতে ঠেলে দিলেন।

তঁার মতে, এতে gillettenarrative.com-এর জন্য আমি বেশি দৃশ্যমানতা পাব, মানুষ জানবে আমি কে, আর তাদের সঙ্গে আমার প্রকল্পের পরিচয় হবে। অন্তত সেগুলোই, তিনি দাবি করলেন, ছিল তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য।

তবু সোশ্যাল দুনিয়াটা আমার মানসিক কাঠামোর চেয়ে অনেক বেশি জটিল বলে বেরোল।

নিজেকে প্রচার করা আর সর্বত্র নিজের পোস্টের লিংক গুঁজে দেওয়ার বদলে আমি নেহাত একটি ছবি আর আমার ব্যক্তিগত তথ্য তুলে দিলাম। ঠিক ততটুকু, যাতে বলা যায় আমি কে, অন্য কেউ হওয়ার ভান না করে।

এটি বরাবরই ছিল আমার বাবার চাপিয়ে দেওয়া একটি নিয়ম।

জীবদ্দশায় তিনি একই নীতি বারবার বলে গেছেন:

আগে ঘটনা, তারপর সাহিত্যের অঙ্ককার।

আগের কয়েক দিনের কিছু ঘটনা, আমার ওয়েবসাইটের অবস্থান নিয়ে, যেগুলো আমি প্রায় দৈবাৎ লক্ষ করেছিলাম, আমাকে কখনো এ ছাড়া আর কিছু ভাবানি যে আমি একা, দেখছি আর পড়ছি।

আমি দূরতম কল্পনাতেও ভাবিনি যে অন্যেরাও দেখছে।

আর তারা আসতে পারে পৃথিবীর প্রতিটি কোণ থেকে।

আমার স্ত্রী, বরাবরের মতোই দূরদর্শী, আমাকে মনে করিয়ে দিলেন যা সত্যি আর যা নেহাত নকল হতে পারে, তার মধ্যে স্পষ্ট তফাত করতে।

তারপর তিনি আমাকে এমন একটি প্রশ্ন করলেন যা আমাকে পুরোপুরি টালমাটাল করে দিল।

“কয়েক মাস আগে তুমি যে রক্ত পরীক্ষাগুলো করিয়েছিলে, সেগুলো আমি দেখেছি, কারণ আমি জোর করেছিলাম দেখব বলে। টেস্টোস্টেরনের মানটা লেখা ছিল না, তাই আমি ক্লিনিকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলাম কেন।”

বলা থামিয়ে তিনি একটু দাঁড়ালেন।

“ওরা বলল, ওদের রিপোর্টের ব্যবস্থাটা তিন অঙ্ক পর্যন্ত মান দেখায়। তোমারটা দেখানো হয়নি, কারণ ওটা চার অঙ্কের।”

তিনি বললেন, তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন কোনো ভুল হয়েছে কি না, তাঁরা একই মানুষের কথা বলছেন কি না।

তাঁরা আমার ব্যক্তিগত তথ্য মিলিয়ে নিশ্চিত করলেন।

তারপর, আমার স্ত্রীর মতে, অভ্যর্থনার এক নারীকর্মী হেসে যোগ করলেন:

“ম্যাডাম, স্বামীকে নিয়ে ক্লান্ত হলে ওঁকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।”

মনোযোগ, প্রায় যেন একটি বাক্য নয় বরং একটি নিয়তি, বরাবরই এসেছে অসামান্য নারীদের ভেতর দিয়ে, যাঁরা শব্দ আর ছবি দিয়ে নিজেদের অভিপ্রায় মেপে নিতেন।

প্রথম বার্তাটি নেহাত প্রশ্ন করেছিল।

আমি হেসে এগিয়ে গেলাম।

তারপর এল আরেকটি বার্তা, তাতে একটি WhatsApp নম্বর আর যোগাযোগ করার অনুরোধ।

শেষে এল শেষটি।

“আমি আপনাকে চিনতে চাই। সারা রাত আপনার কথা ভাবি। আমি আমেরিকান, আটচল্লিশ বছর বয়স, অবিবাহিতা, আর আমি আপনাকে চাই।”

আমি হাসলাম।

কিন্তু উত্তর না দিয়ে পারলাম না।

আমি লিখলাম:

“প্রিয় ম্যাডাম, আপনার কথায় আমি সম্মানিত, তবে তিনটি কারণ আমাদের আলাদা রাখে: দূরত্ব, বয়সের ব্যবধান আর আমার স্ত্রী।”

“প্রথম দুটি বাধা সম্ভবত পেরোনো যায়। আর আমার স্ত্রীর ব্যাপারে, আমি খুশি মনেই তাঁর ফোন নম্বর দিয়ে দেব, যাতে সম্ভাব্য একটি বন্দোবস্ত নিয়ে আপনারা দুজন সমঝোতায় আসতে পারেন।”

“হয়তো আপনারা আমাকে জোড় তারিখ আর বিজোড় তারিখের মধ্যে ভাগ করে নিতে পারেন।”

“শুধু ব্যাপারটাকে ঘণ্টার শিফটে নামিয়ে আনবেন না। আমি সময়সূচি আর ঘড়ির মানুষ নই।”

“আমি এমন একজন যাকে আপনি প্রত্যাশা করেন না, আর একবার মানুষ আমাতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে আমাকে ছেড়ে দেওয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়ে।”

কয়েক ঘণ্টা পরে আমার স্ত্রী হাসিমুখে আমার পড়ার ঘরে ঢুকলেন।

তিনি জানালেন যে এক আমেরিকান নারীর কাছ থেকে তিনি একটি বার্তা পেয়েছেন, আর জানতে চাইলেন তাঁর কী করা উচিত।

আমার তাৎক্ষণিক জবাবটি সহজ ছিল:

“যা কিছুতে তোমরা দুজনেই খুশি হও।”

তারপর যোগ করলাম:

“শুধু মনে রেখো, কোনো নারীকে কাঁদতে দেখতে আমি ঘৃণা করি। আমি কেবল তাঁদের হাসতে দেখতে ভালোবাসি।”

তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে একটি কথাও না বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

তবু এই প্রথমবার আমি সোশ্যাল মিডিয়া সত্যিকারের একটি কথোপকথনের জন্য ব্যবহার করলাম।

সেই সন্ধ্যায় রাতের খাবারে তিনি আমাকে দেখে চলেছিলেন।

আমার মেয়ে হাসছিল।

তারপর হঠাৎ আমার স্ত্রী ফেটে পড়লেন:

“দু’বছর আগের তোমার ছবি আমি দেখেছি, আর তুমি আর সেই একই মানুষ নও।”

তিনি সোজা আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

“তুমি আসলে কে ছাই?”

আমি এক মুহূর্ত না ভেবে উত্তর দিলাম:

“আমি Ferdinando Frega, gillettenarrative.com-এর Founder & Owner, Gillette-এ যীশু খ্রিস্টের সহকর্মীদের একজন।”

তিনি হেসে গড়িয়ে পড়লেন।

তারপর টেবিলের সবাই শুনতে পায় এমন গলায় ঘোষণা করলেন যে তিনি আমাকে কখনো অন্য কোনো নারীর সঙ্গে ভাগ করবেন না।

একটিমাত্র সহজ কারণে।

আমি এমনিতেই কারও অনুমতি ছাড়াই নিজেকে ভাগ করে ফেলতে পুরোপুরি সক্ষম ছিলাম।

আর তাতে কোনো অসুবিধা ছিল না।

Ferdinando